বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
ঋণ আদায় বিভাগ।
Email:dgmrecovery@krishibank.org.bd

পরিবেশ বান্ধব ব্যাংকিং করুন

ফোন ঃ- ০২-৯৫৬৩১৬৫

নং-প্রকা/আদায়-১(৫৮)মনিটরিং/২০১৭-২০১৮/২১৮(১২০০) তারিখ ঃ ১২-০৯-২০১৭ খ্রিঃ

মহাব্যবস্থাপক
সকল বিভাগীয় কার্যালয়/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়
উপ-মহাব্যবস্থাপক,সকল কর্পোরেট শাখা
সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয়ঃ ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে নির্ধারিত শ্রেণীকৃত ঋণ, শ্রেণীযোগ্য ঋণ, ৫২-স্থগিত সুদ আয় খাতে স্থানান্তর, অবলোপনকৃত ঋণ ও পুনঃতফসিলিকৃত ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ অর্জন প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

শ্রেণীকৃত ঋণ, শ্রেণীযোগ্য ঋণ, পুনঃতফসিলিকৃত ঋণ, অবলোপনকৃত ঋন আদায়, স্থগিত সুদ হতে আয় খাতে স্থানান্তর এবং মোকদ্দমা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে অর্থমন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ এবং বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপকদের বার্ষিক সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

(ক) আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(১) শ্রেণীকৃত এবং অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ের বিশেষ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

(২) অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ের হার বৃদ্ধির জন্য আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের তদারকি অব্যাহত রাখতে হবে।

(খ) ২০-০৭-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত পর্ষদের ৬৮৯তম সভার কার্যবিবরণীতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়ঃ

আমানত সংগ্রহ, ঋণ বিতরণ ও শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ের পরিমাণ বিগত বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়ায় পর্ষদ সন্তোষ প্রকাশ করেন।তবে এ খাতগুলোর লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জিত না হওয়ার কারণসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক ভবিষ্যত করণীয় নির্ধারণ করতে হবে।

(গ) বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ এর ১০-০৮-২০১৭ তারিখের পত্র নং-প্রকা/শানিব্যউবি-১(১০২)এমসি-০৩/২০১৭-২০১৮/১৫৫(১২৫০) এর মাধ্যমে ০৩-০৮-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপকগণের বার্ষিক সম্মেলন এর কার্যবিবরণীর অনুচ্ছেদ নং-০৮ এ উল্লেখিত গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ সংশ্লিষ্ট সকল শাখা/কার্যালয়সমূহ কর্তৃক যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা নিয়ন্ত্রনকারী কার্যালয়/বিভাগসমূহকে নিয়মিত পর্যবেক্ষন ও মনিটরিং করার জন্য নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে ঃ

(১) প্রতিটি শাখার শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমান অর্ধেকে নামিয়ে আনতে হবে;

(২) শীর্ষ খেলাপীদের নিয়ে বিভাগীয় পর্যায়/অঞ্চল পর্যায় এবং শাখা পর্যায় প্রতি মাসে ২টি করে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা সভার আয়োজন করে তার কার্যবিবরণী নিয়ন্ত্রনকারী কার্যালয়ে পাঠাতে হবে;

(৩) শ্রেণীকৃত ও শ্রেণীযোগ্য ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন নিশ্চিত করতে হবে;

(৪) অবলোপনকৃত ঋণের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আদায় নিশ্চিত করতে হবে;

(৫) ৫২-স্থগিত সুদ আদায়পূর্বক আয় খাতে স্থানান্তর নিশ্চিত করতে হবে;

(৬) পুনঃতফসিলিকৃত ঋণগুলো যাতে পুনরায় শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত না হয় সে লক্ষ্যে পুনঃতফসিলিকৃত সিডিউল অনুযায়ী সকল আদায়যোগ্য ঋণ /ঋণের কিস্তিসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায়ের কার্যকর ব্যবস্থা করতে হবে;

(৭) আটকে পড়া ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে শীর্ষ ঋণ খেলাপীদের সাথে টেলিফোন/সরাসরি আলোচনা করে উপযুক্ত কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে আটকে পড়া বৃহৎ অংকের ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে ;

(৮) সার্টিফিকেট মোকদ্দমা, অর্থ ঋণ আদালতে দায়েরকৃত মামলাসহ রীট মোকদ্দমা দ্রুত নিষ্পত্তি এবং শীর্ষ-১০০ খেলাপী ঋণ গ্রহীতাদের নিকট থেকে জরুরী ভিত্তিতে ঋণের টাকা আদায়ের লক্ষ্যে ব্যাংকের নিয়োজিত আইনজীবিদের নিয়ে যৌথ সভা করতে হবে।

০২। উপরোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য মাঠ কার্যালয়সমূহকে পরামর্শ দেয়া হলো ঃ

(ক) শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ঃ

(১) যে সকল ঋণ হিসাবসমূহ ৩১-১২-২০১৭ ও ৩০-০৬-২০১৮ তারিখের মধ্যে আদায় না হলে উক্ত সূত্র তারিখে নতুনভাবে শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হবে সেই সকল ঋণ হিসাবসমূহ চিহ্নিত করে তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুদসহ সম্পূর্ন আদায়/কিস্তি আদায় নিশ্চিত করতে হবে ;

(২) যে সমস্ত এলাকায় অধিক পরিমাণ খেলাপী ঋণ গ্রহীতা রয়েছে সে সমস্ত এলাকাকে অগ্রাধিকার দিয়ে ঋণ আদায়ের কাজে নিয়োজিত মাঠকর্মীদের মাসিক ভ্রমণসূচী প্রণয়ন করতে হবে। ব্যাপকভাবে মাঠে ভ্রমণ করে ঋণগ্রহীতাদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও তাগিদ প্রদান নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ঋণ আদায়ের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে অফিস ছুটির দিনেও মাঠে ভ্রমন করে খেলাপী ঋণ গ্রহীতাদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে তাগিদ প্রদান করতে হবে ;

(৩) ঋণ আদায়ে সুনির্দিষ্ট ও বাস্তবভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং সকল ধরণের কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে বছরের শুরু হতেই শ্রেণীকৃত ঋণ, শ্রেণীযোগ্য ঋণ, পুনঃতফসিলিকৃত ঋণ ও অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ের সাপ্তাহিক/মাসিক আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে;

(৪) যে সকল মুখ্য অঞ্চল/অঞ্চল/কর্পোরেট শাখা/শাখার মাঠকর্মী আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হবে, সে সকল মুখ্য অঞ্চল/ অঞ্চল/কর্পোরেট শাখা/শাখার ঋণ আদায় কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পর্যালোচনা/মূল্যায়নপূর্বক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

(খ) শীর্ষ খেলাপী ঋণ আদায়ঃ

শাখায় প্রস্তুতকৃত শীর্ষ খেলাপী ঋণ গ্রহীতাদের তালিকা অনুযায়ী বছরের শুরু থেকেই শীর্ষ খেলাপী ঋণগ্রহীতাদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ/টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগসহ সকল প্রকার কলাকৌশল প্রয়োগ/ঋণখেলাপীদের সাথে দ্বি-পাক্ষিক সভার আয়োজনের মাধ্যমে আটকেপড়া বৃহৎ অংকের ঋণ আদায় নিশ্চিত করতে হবে;

(গ) শ্রেণীযোগ্য ঋণ-০১ ও শ্রেণীযোগ্য ঋণ-০২ আদায়ঃ

যে সকল ঋণ হিসাবসমূহ ৩১-১২-২০১৭ ও ৩০-০৬-২০১৮ তারিখের মধ্যে আদায় না হলে নতুনভাবে শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হবে, সেই সকল ঋণ হিসাবসমূহ চিহ্নিত করে লিগ্যাল/বিশেষ নোটিশ ইস্যু এবং যোগাযোগ নিশ্চিতকরণপূর্বক যথাক্রমে ৩১ ডিসেম্বর-২০১৭ এবং ৩০-০৬-২০১৮ তারিখের মধ্যে অবশ্যই সুদসহ সম্পূর্ন আদায়/কিস্তি আদায় ১০০% নিশ্চিত করতে হবে।

(ঘ) অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ঃ

অবলোপনকৃত ঋণ হতে আদায়কৃত সম্পূর্ন টাকাই যেহেতু আয় খাতে স্থানান্তর করা হয় সেহেতু, উক্ত খাত হতে অধিক পরিমাণ ঋণ আদায় করে আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবলোপনকৃত ঋণের সাপ্তাহিক/মাসিক আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রা অবশ্যই অর্জন নিশ্চিত করতে হবে;

(ঙ) ৫২-স্থগিত সুদ হতে আয়খাতে স্থানান্তরকরণঃ ৫২-স্থগিত সুদবাহী শ্রেণীকৃত ঋণ এবং পুনঃতফসিলিকৃত ঋণ অধিক পরিমাণে আদায় করে ৫২-স্থগিত সুদ আয় খাতে স্থানান্তরেরসাপ্তাহিক/মাসিক আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করতে হবে;

(চ) পুনঃতফসিলিকৃত ঋণ আদায়ঃ

পুনঃতফসিলিকৃত কোন ঋণ যাতে পুনরায় শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত না হয়, সে লক্ষ্যে পুনঃতফসিলিকৃত সিডিউল অনুযায়ী সকল আদায়যোগ্য ঋণ/ঋণের কিস্তিসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায়ের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া, পুনঃতফসিলিকৃত ঋণ অধিক পরিমাণে আদায় করে ৫২-স্থগিত সুদ আদায় নিশ্চিত করে আয় বৃদ্ধি করতে হবে।

(ছ) ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে ঋণ আদায় কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণ ঃ

আটকেপড়া ঋণ গ্রহীতাদের সাথে টেলিফোন/ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপনসহ বারবার তাগিদ প্রদান ঋণ আদায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান মাধ্যম। ঋণগ্রহীতাদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ কার্যক্রম অধিকতর ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে ঋণগ্রহীতাদের মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করে শাখা ব্যবস্থাপক ও মাঠকর্মীগণ কর্তৃক মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করে ঋণ পরিশোধের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ/তাগিদ প্রদান এবং ঋণ আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

(জ) অর্থ ঋণ আদালত এবং সার্টিফিকেট আদালতে মামলা দায়ের এবং নিষ্পত্তিকরণ ঃ অর্থ ঋণ আদালতে দায়েরকৃত মোকদ্দমা, মানিস্যুট ও সার্টিফিকেট মামলাসমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আদালতের সাথে নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত রাখাসহ আদালতের বাইরেও মামলা সংশ্লিষ্ট খাতকের সাথে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে অনিষ্পন্ন মামলাসমূহ দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

০৩। উপর্যুক্ত অবস্থায়, ঋণ আদায় কার্যক্রম জোরদারকরণপূর্বক সাপ্তাহিক/মাসিক ভিত্তিতে আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিতকরণ ও লোকসানী শাখাকে লাভজনক পর্যায়ে উন্নীতকরণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নসহ বর্ণিত নির্দেশাবলী যথাযথভাবে পরিপালনের মাধ্যমে চলতি ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে নির্ধারিত শ্রেণীকৃত ঋণ, শ্রেণীযোগ্য ঋণ, ৫২-স্থগিত সুদ আয় খাতে স্থানান্তর, অবলোপনকৃত ঋণ আদায় ও পুনঃতফসিলিকৃত ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ অর্জনসহ আগামী ৩০-০৬-২০১৮ তারিখে ব্যাংকের শ্রেণীকৃত ঋণ স্থিতির হার ২০% এর নীচে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হলো।

আপনার বিশ্বস্ত,

(মোঃ হাবিব উল্যা)
মহাব্যবস্থাপক

নং-প্রকা/আদায়-৮(৫৯)/সম্মেলন/২০১৭-২০১৮/২১৮(১২০০) তারিখঃ ১২-০৯-২০১৭ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, সকল উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়গণের সচিবালয়, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়গণের দপ্তর, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
০৪। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৫। সচিব, পর্ষদ সচিবালয়/সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক,বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। আইসিটি সিস্টেমস্ কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগকে অত্র পত্রটি ব্যাংকের ওয়েবসাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
০৬। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা,বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৭। নথি/মহানথি।

(ডাঃ মোঃ নূর সাঈদ)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
(বিভাগীয় দায়িত্বে)